



প্রবাসীর মুখ

তানবীরা তালুকদার পোশায় নেদারল্যান্ডসের ফিলিপস কোম্পানির একাউন্টেন্ট। পাশাপাশি নৃত্যশিল্পী, মঞ্চ অভিনেত্রী এবং লেখক। বিশ্বব্যাপী বাঙালিদের মুক্তচিন্তার ই-ম্যাগাজিন মুক্তমনা'র মডারেটর টিমের সদস্য। নেদারল্যান্ডস ও পার্শ্ববর্তী দেশে প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির প্রিয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। তানবীরা স্বামী, কন্যা নিয়ে ১০ বছর ধরে নেদারল্যান্ডসে বসবাস করছেন। সম্প্রতি তিনি ঘুরে গেলেন যুগান্তর পরবাস বিভাগ। তার সঙ্গে কথা বলেছেন শাকিল মামুদ

১০ বছর আগের এক ডিসেম্বরের শীতাত মধ্যাহ্নে আমি নেদারল্যান্ডস পৌছাই। আইন্ডহোভেন সিটি, যেটি ফিলিপসিটি নামে অধিক পরিচিত সেই সিটির আমার বরের ফ্লাটে গিয়ে উঠি। তখন নেদারল্যান্ড জুড়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তবুও আমি খুব আনন্দিত ছিলাম শহর জুড়ে ক্রিসমাস ও আগত নববর্ষের উৎসবমুখর আলোকসজ্জার কারণে। তো প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দেশ নেদারল্যান্ডসে এসে প্রথমত যেটি

অস্থিত্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় সারাদিন সূর্য না ওঠা, হিমহিম অন্ধকার আর ঝিম ঝিম বৃষ্টি। তাছাড়া প্রথম পরিচয়ের আমেজ কাটিয়ে উঠে দেখি, আমি ছাড়া আর সবাই ভীষণ ব্যস্ত। দেশে থাকতে আমার যে অভ্যাসটি আজন্মের সকালে উঠেই পেপার পড়া, তাও হল বন্ধ। সবখানে ডাচ আর ডাচ ভাষা। সপ্তাহে একটি ইংরেজি পেপার, সিএনএন, বিবিসি ছাড়া আর সব চ্যানেলই ডাচ। কেমন এক নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতা আমাকে গ্রাস করে নেয়। মন অস্থির সর্বক্ষণ কেবল ঢাকার জন্য। তখন টেলিফোনও এত সহজ ছিল না যে, যখন খুশি ফোনালাপ করব প্রিয়জনদের সঙ্গে। বিষাদ ভরা দিনগুলোর ফাঁকে একদিন আমার বরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ডাচ ভাষা শিক্ষা স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য। ডাচ স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর, নতুন কিছু বন্ধ হল। শীত প্রায় শেষের দিকে, সমাগত গ্রীষ্ম। দেখতে দেখতে ডাচ ভাষার উপর প্রথম ডিপেন্সমাটা অর্জন করলাম ফাস্ট গ্রেডে। প্রাথমিক ভাষাটা শেখার পর খুঁজতে বেরুলাম চাকরি। বুঝলাম কাজের পূর্বঅভিজ্ঞতা ছাড়া এখানে চাকরি পাওয়া অসম্ভব। অবশেষে সাধারণ একটি প্রেসের মেইলিং ডিপার্টমেন্টে চাকরির অফার পেলাম। বর বলল চাকরিটা কর আপাতত তাতে ভাষা চর্চা আর কাজের অভিজ্ঞতা দুটোই অর্জন হবে। তো চাকরিটা করেই যাচ্ছিলাম। এমনি সময়ে ফিলিপসের লজিস্টিক ডিপার্টমেন্টের একটা জব অফার পেয়ে যাই। ফিলিপসে কাজের পরিবেশটা ইন্টারন্যাশনাল। প্রচুর বিদেশী কাজ করে। লজিস্টিক ডিপার্টমেন্টের একমাত্র বাঙালি চাকরিজীবী হয়েও আমি সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে থাকলাম। ওখানে এক বছর চাকরি করার পর ওরা আমার কাজে সন্তুষ্ট হল এবং ফিলিপসের নিজস্ব কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলো। ফিলিপস আমাকে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য সুযোগও করে দেয় তাদের নিজস্ব খরচে। চাকরির পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে থাকি ফন্টিস কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

চাকরি ও পড়াশোনার পাশাপাশি বাসায় ফিরে রান্না করতেও বসে যেতাম। নেদারল্যান্ডসের প্রধান খাবার কিন্তু সিদ্ধআলু, মাংস এবং সবজি সেদ্ধ। আমি কিন্তু বরাবরই বাসায় রান্না করে থাকি বাংলা খাবার। এর মধ্যে একটি মজার ঘটনা ঘটে গেল। তখন আমি প্রতিদিনই ডাল-ভাত আর ডিম রান্না করতাম। প্রতিদিন ডিম, ডাল, ভাত চলছেই। এর মধ্যে একদিন আমার বর কলেজ থেকে আমাকে আনতে গেল। আমি গাড়িতে উঠতেই আমি ডুবে গেলাম খাবারের ভূরভূর গন্ধে। পেছন ফিরে দেখি গাড়িভর্তি চিকেন তান্দরি, পোলাও ইত্যাদি ইন্ডিয়ান খাবারের বিভিন্ন সাইজের প্যাকেট। আমি অবাক হয়ে বললাম আমি তো বাসায় রান্না করেছি। আমার বর হাসতে হাসতে গাড়ি স্টার্ট দিল জোরে। নীরবে বুঝে নিলাম ডিম, ভাত, ডালে অতিষ্ঠ হয়ে আছে আমার বর। এসব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে আমরা দু'জন কখনও বেরিয়ে পড়ি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর বিভিন্ন শহরের উদ্দেশ্যে। ভিসার তো আর ঝামেলা নেই... তো ঘুরি কখনও কোলন, কখনও ব্রাসেলস, লুক্সেমবার্গ, প্যারিস, প্রাগ, বা সুইজারল্যান্ড।

ওসব শহরের বাঙালি কমিউনিটির উৎসব যেমন পহেলা বৈশাখ, ভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস বা পুনর্মিলনের মতো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকি। আমি নৃত্য খুব পছন্দ করি। ভারত নাট্যম এখনও নিয়মিত অনুশীলন করছি। অনুষ্ঠানগুলোতে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করি, বাংলা নাটক, নৃত্যনাটকে অংশগ্রহণ করে থাকি। এসবের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছি লেখালেখিটাও। পৃথিবী জুড়ে মুক্তচিন্তার বাঙালিদের অংশগ্রহণের ই ম্যাগাজিন মুক্তমনা'র মডারেটর টিমের আমিও একজন সদস্য।

নেদারল্যান্ডসে এসময় প্রায় তিন হাজারের মতো বাংলাদেশী বসবাস করছে। বাংলাদেশীরা এখানে বেশিরভাগই রাজধানী আমস্টার্ডাম ডেনহাগ, রোটটারডাম শহরে বসবাস করে। ওদের বেশিরভাগই রেস্টুরেন্ট বা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। ওখানে বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের মালিক বাংলাদেশীরাই।

আর কিছু চাকরিজীবী। ইতিমধ্যেই কিছু বাংলাদেশী শিশু যারা নেদারল্যান্ডসে জন্ম নিয়েছে তারা পড়াশুনায় খুব ভাল করছে। কেউ কেউ এখানকার মূল ধারায় যোগ্যতার সঙ্গে অবদান রাখছে। এখানে বলে রাখা ভাল, আমার বাচ্চাটি এখন তিন বছর পেরুল। তো আমরা এখন চিন্তা করছি নেদারল্যান্ডসে একটি বাংলাস্কুল চালু করব। তবে ভবিষ্যতে আমি বাংলাদেশেই স্থায়ী হতে চাই। বাংলাদেশের পথশিশুদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে চাই।

**Source:**

[http://www.jugantor.com/demo/index.php?page\\_id=9549&PHPSESSID=4e46d595f0b9d5af9e332da3ed183ea7](http://www.jugantor.com/demo/index.php?page_id=9549&PHPSESSID=4e46d595f0b9d5af9e332da3ed183ea7)